ভোরের কাগজ

২৯/৬/২০০০
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ... ৩ ......

কলেজ লাইব্রেরিগুলোতে বই পাঠানো কর্মসূচি বানচালের চেষ্টা

টেন্ডার না করায় অনিয়মের অভিযোগ, আজ আদালতে উঠে

কাগজ প্রতিবেদক : সরাসরি বই কিনে কলেজ লাইব্রেরিতে বই পাঠানোর সরকারি কর্মসূচি বানচাল করার পাঁয়তারা চলছে। কতিপয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে বই না কিনে সরাসরি বই কেনার ফলে অনিয়ম হচ্ছে এই অভিযোগ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হচ্ছে। ইতিমধ্যে উকিল নোটিশ পাঠিয়ে এবং দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক পাঠিয়ে বই পাঠানোর কার্যক্রমে কয়েক দফা বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা চালানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কলেজ লাইব্রেরিগুলোর জন্য নগদ টাকা দেওয়া বন্ধ করে সরাসরি বই কিনে পাঠানোর কর্মসূচি চালু করে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রকে। গ্রন্থকেন্দ্র তার নিজস্ব নিয়মে প্রকাশকদের কাছ থেকে সরাসরি শতকরা ৩০ ভাগ কমিশনে বই কিনে কলেজগুলোতে বই পাঠিয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এজন্য শুধু বিশেষজ্ঞদের দিয়ে একটি নির্বাচিত বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করে ঐ তালিকা থেকে বই কেনার অনুমোদন দেয়।

চলতি অর্থবছরেও কলেজ লাইব্রেরির জন্য বই কেনার কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রস্তুতকৃত তালিকায় ১৩১টি প্রকাশনা সংস্থার ৪০৭টি বই অন্তর্ভুক্ত হয়। মোট ৩ কোটি টাকার বই কেনার এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বাকি বই কেনা হবে চলতি সপ্তাহে।

সূত্র জানিয়েছে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে ইতিমধ্যে কয়েক দফা বাগড়া দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কালো তালিকাভুক্ত কয়েকটি বই সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার যোগসাজশে এই ষড়যন্ত্র করছে। শুরুতে 'বর্তমান সময়' 'বইপত্র', 'বর্ণবিচিত্রা' এই তিনটি প্রকাশনা সংস্থা সরাসরি বই কেনা কেন অবৈধ হবে না এই মর্মে উকিল নোটিশ পাঠায়। এর পাশাপাশি টেন্ডারে বই না কিনে শিক্ষা
মন্ত্রণালয় অনিয়ম করছে এ কথা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য
দুজন কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে তদন্ত করার অ
করেন।

গত ১৪ জুন দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক
উদ্দিন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে এসে সমস্ত কাগজপত্র জব্দ ব
গ্রন্থকেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার
বলেছেন, সাপ্লায়ার কয়েকটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পুরো এ
বানচালের জন্যই এমন কাজ করছে। তিনি জানি
প্রতিষ্ঠানগুলো মামলা করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না
গ্রন্থকেন্দ্রে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর পরিদর্শক পাঠিয়ে কাগজপ
করেছে। আজই তারা এসব কাগজপত্র নিয়ে আদালতে উঠ

এক্ষেত্রে গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক পনির উদ্দিন হায়
ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। তিনি সাপ্লায়ারদের পক্ষ অ
করে কাগজপত্র সরবরাহে অতি উৎসাহী ছিলেন বলে গ্রন্থকে
কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে তালিকা
রাকিবুল হক ইবনের দুটি বই বাদ দেওয়ার সঙ্গে তিনি
ছিলেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ম
কারণে বই দুটি তালিকাভুক্ত করেছিল।

পনির উদ্দিন হায়দার ভোরের কাগজকে ইবনের বই
দেওয়ার সত্যতা স্বীকার করে বলেছেন, এটা ভুল হ
শিক্ষামন্ত্রী অনুমোদন দিলে এখনো বই নেওয়া যাবে।
সাপ্লায়ারদের পক্ষ অবলম্বনের অভিযোগ অস্বীকার কর
সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে,
গ্রন্থনীতিতে টেন্ডারে বই কেনা পরিহার করার কথা বলা হ
এর ফলে দুর্নীতি হয়। যারা দীর্ঘদিন ধরে টেন্ডারের নামে
মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে নকল, পাইরেটেড ও নিম্নমানে
সরবরাহ করে কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে তারাই
পুরো প্রক্রিয়া বানচালের চেষ্টা করছে।